"India will be raised, not with the power of the flesh, but with the power of the spirit; not with the flag of destruction, but with the flag of peace and love. ... One vision I see clear as life before me, that the ancient Mother has awakened once more, sitting on Her throne—rejuvenated, more glorious than ever."

—Swami Vivekananda

বিদ্যামন্দির প্রাক্তনীবার্তা

বিংশ বর্ষ (প্রথম সংখ্যা) ফেব্রুয়ারি ২০০৯

সম্পাদকীয়

প্রাক্তনীবার্তার বর্তমান সংখ্যার এই সম্পাদকীয় যখন লেখা হচ্ছে তার অল্প কিছুদিন আগে (২৬-২৮ নভেম্বর, ২০০৮) দেশের সমৃদ্ধ নগরী মুম্বাইতে ঘটে গেল এক নারকীয় জঙ্গি তান্ডব, যার ফলে নিহত হল প্রায় দুশো মানুষ, আহত হল প্রায় চারশো এবং কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হল। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে জঙ্গি হানার পর এত বড় মাপের জঙ্গি হামলা পৃথিবীতে হয়নি। এ বছরই ভারতে জয়পুর, আহমেদাবাদ, হায়দ্রাবাদ, দিল্লী, মণিপুর, গৌহাটি প্রভৃতি শহরে জঙ্গি হানায় বহু মানুষ হতাহত হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি হানার কথা প্রায়ই শোনা যায়। এর আগে ১৯৯৩ সালের মার্চে মুম্বাই শহরে জঙ্গি তান্ডব এখনও আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে যায় নি। এই সন্ত্রাসবাদীরাই ২০০১-এর ডিসেম্বরে ভারতের সংসদ ভবনে নারকীয় আক্রমণ ঘটিয়ে বহু নেতা নেত্রীর প্রাণ ছিনিয়ে নিতে পারত, যদি না নিরাপত্তা কর্মীরা সময়মত হস্তক্ষেপ করত। এই নিরন্তর জঙ্গি আক্রমণ প্রমাণ করছে কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের দেশের দুর্বলতা এবং ব্যর্থতা।

প্রতিটি সন্ত্রাসবাদী হামলার পিছনে থাকে দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি। ভারতের সীমান্তবর্তী জলপথ ও স্থলপথ ব্যবহার করে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যে সজ্জিত হয়ে তারা সীমান্ত অতিক্রম করে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এসব সম্ভব হয় এদেশের স্থানীয় কিছু মানুষ এই জঙ্গি আক্রমণের সঙ্গে জড়িত থাকে বলেই। আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত অম্বি, জয়চাঁদ, মীরজাফরের অভাব তো হয়নি!

কিন্তু দেশ ও দেশবাসীকে ধ্বংসের হাত থেকে, যে কোন আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য একটি সরকার থাকে এবং আছেও। প্রতিবেশী একটি দেশ থেকে ভারতের বিরুদ্ধে গত প্রায় তিন দশক ধরে অবিরাম যে প্রচ্ছন্ন যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে তার যোগ্য জবাব কিন্তু এখনও দেওয়া হয় নি বা জবাব দেবার মত আন্তরিক প্রয়াসও দেখা যায় নি। যখনই কোথাও জঙ্গি আক্রমণ ঘটে তখন প্রথমত সরকারের কর্তাব্যক্তিরা জঙ্গি হানায় নিহত ও আহতদের জন্য শোক প্রকাশ করেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের কিছু আর্থিক ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করেন এবং দ্বিতীয়ত জঙ্গি হানার পর তাদের ধরবার জন্য সাময়িক তৎপরতা চালান, কিন্তু এই প্রয়াস চলাকালেই ঘটে যায় পরবর্তী জঙ্গি আক্রমণ।

ভারত ভূখন্ডে সন্ত্রাসবাদীদের বারংবার আক্রমণের উদ্দেশ্য হল ভারতের জাতীয় উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং জাতীয় ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করে দেশকে টুকরো টুকরো করে ফেলা। এটি রুখবার জন্য দরকার জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি দৃঢ় বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে জোরদার করা, দরকার সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দা দপ্তরের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়কারী কেন্দ্রীয় স্তরে এক সাহসী, বলিষ্ঠ, দৃঢ় প্রত্যয়ী নেতৃত্ব।

যারা সন্ত্রাসবাদী হামলা চালাচ্ছে তাদের একটাই পরিচয়, তারা মানবতার শত্রু। এদের প্রতি নরম মনোভাব গ্রহণের অর্থ মানবতার সাথে শত্রুতা করা। সুতরাং দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব কাটিয়ে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে সত্যিকারের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সন্ত্রাসবাদের মূলোচ্ছেদ করবার জন্য যেমন আন্তর্জাতিক স্তরে কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো দরকার, তেমনই দরকার জাতীয় স্তরে 'দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন'—এই বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ ও প্রয়োগ। সন্ত্রাসের সাথে যারা যুক্ত তাদেরকে ধর্মমত নির্বিশেষে ধ্বংস করতে হবে। এ ক্ষেত্রে করুণা প্রদর্শন দুর্বলতা, ক্লীবত্বের নামান্তর মাত্র।

—নিত্যনিরঞ্জন কুন্ডু (প্রধান সম্পাদক)

স্বাস্থ্য প্রকল্প—একটি প্রতিবেদন

বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদ পরিচালিত প্রকল্পগুলির অন্যতম "সাঁপুইপাড়া স্বাস্থ্য প্রকল্প"। সংসদের পূর্ণ আর্থিক সাহায্যে ও স্থানীয় ক্লাব "পল্লী উন্নয়ন সমিতি"-র সহযোগিতায় বালির সাঁপুইপাড়া অঞ্চলে বেশ কয়েক বছর যাবৎ এই প্রকল্পের কাজ চলছিল। বিগত কয়েকটি কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় ও দুটি বার্ষিক সাধারণ সভায় এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হয়। কয়েকবার সংসদের কার্যনির্বাহী সমিতির কয়েকজন সদস্য সাঁপুইপাড়া গিয়ে প্রকল্পটির যাবতীয় কাজকর্ম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করেন এবং প্রাপ্ত তথ্যসমূহ কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় পেশ করেন। পর্যবেক্ষণগুলি নিম্নরূপ ঃ

১) কেবলমাত্র সপ্তাহে একদিন (শনিবার) চালু থাকায় সপ্তাহের অন্যান্য দিনে মানুষ অসুস্থ হলে প্রকল্পের পরিষেবার সুযোগ পাচ্ছেন না। সেক্ষেত্রে রোগীরা স্থানীয় E.S.I. হাসপাতাল অথবা বেলুড় মঠের দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্রের দ্বারস্থ হচ্ছেন।

২) দীর্ঘদিন ধরে একই ধরনের ঔষধ ব্যবহার করেন এমন রোগগ্রস্ত (যেমন হাঁপানি, রক্তচাপ, সুগার প্রভৃতি) নির্দিষ্ট কয়েকজন রোগীই (মাত্র ১৫ থেকে ২০ জন) নিয়মিত চিকিৎসা পরিষেবায় উপকৃত হচ্ছেন।

৩) স্থানীয় ক্লাবের সদস্যদের সক্রিয় সহযোগিতার অভাবে প্রকল্পটির প্রচার ও উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না।

উপরোক্ত কারণগুলির জন্য প্রাক্তনী ও শুভানুধ্যায়ীদের যথাসাধ্য আর্থিক অনুদান সত্ত্বেও সাঁপুইপাড়া স্বাস্থ্য প্রকল্প বৃহত্তর স্বার্থে কার্যকরী হচ্ছে না। ফলত সংসদের বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে এটি বন্ধ করে দেওয়ার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়। গত ১৫.০৮.০৮-এ এই অনুমোদন পাওয়া যায়। বিকল্প হিসাবে বিদ্যামন্দিরের খুবই নিকটে অবস্থিত "শ্রমজীবী হাসপাতাল"-এর সঙ্গে একটি যোগসূত্র স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়। দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে শ্রমজীবী হাসপাতাল ন্যূনতম খরচে সাধারণ মানুষদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে আসছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছাড়াও এখানে X-ray, Pathology, Eco Cardiogram, Dialysis ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। হাসপাতালে মোট ৩টি অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার আছে। কার্যনির্বাহী সমিতির কয়েকজন সদস্য গত আগস্ট মাসে শ্রমজীবী হাসপাতালের কার্যকরী সভাপতির সঙ্গে বৈঠক করেন। তারপর শ্রমজীবী হাসপাতালের সহযোগিতায় কার্যনির্বাহী সমিতি প্রকল্পটি সুপরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি পদ্ধতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুপারিশ করে।

এগুলি হল ঃ

১) যে কোনো অঞ্চলের দরিদ্র রোগীই এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হতে পারবেন।

২) হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসককে দেখানোর পর কোনো দরিদ্র রোগীর পরবর্তী চিকিৎসার বা ঔষধপত্র ক্রয় করার ক্ষমতা না থাকলে প্রয়োজনীয় খরচের একটি অংশ সংসদ বহন করার চেষ্টা করবে। সে ক্ষেত্রে ঐ রোগীকে অবশ্যই সংসদের সম্পাদক বা বিদ্যামন্দিরের উপাধ্যক্ষ মহারাজের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং এ বিষয়ে বিশদ জানিয়ে সম্পাদকের কাছে লিখিত আবেদন করতে হবে। এই যোগাযোগের ব্যাপারে বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে।

৩) বর্তমানে চিকিৎসা ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ অথচ সংসদের চিকিৎসা তহবিলে অর্থের পরিমাণ তুলনায় কম। অর্থের যোগান পর্যাপ্ত হলে ভবিষ্যতে ছোটখাট কোনো অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচের কিছুটা অংশ সংসদ বহন করতে সচেষ্ট হবে।

৪) সাঁপুইপাড়ার "পল্লী উন্নয়ন সমিতি" ক্লাবের সভাপতি বা সম্পাদকও প্রয়োজনবোধে কোনো রোগীকে সংসদের কাছে আর্থিক সহায়তার জন্য সুপারিশ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাদের ছাপানো প্যাডের কাগজে আবেদন করতে হবে।

৫) সংসদ স্বাস্থ্য প্রকল্প তহবিলের কিছুটা বিদ্যামন্দিরের দরিদ্র ছাত্রদের চিকিৎসার জন্য ব্যয় করবে।

উল্লেখ্য, গত নভেম্বর মাসে উপাধ্যক্ষ স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজীর সুপারিশক্রমে ইতিমধ্যেই সারদাপীঠের এক কর্মচারীকে ঔষধ ক্রয় করার জন্য কিছু আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। আশা রাখি, সংসদের স্বাস্থ্য প্রকল্পের এই বিকল্প পদ্ধতি বৃহত্তর সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনে আরও কার্যকরী হয়ে উঠবে।

এ প্রকল্পের বিষয়ে নিম্নলিখিত পদাধিকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে ঃ

১) সম্পাদক ঃ শ্রী মনোজ কুমার ভট্টাচার্য (৯৮৩১৪৬৪৬৬০)

২) উপাধ্যক্ষ ঃ স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজী মহারাজ (৯৪৩২০৯০৮৮৯)

—সুশান্ত দে
সহ-সম্পাদক

যাঁরা আর নেই

আলোচ্য পর্বে আমরা কয়েকজন প্রাক্তনীর পরলোকগমনের সংবাদ পেয়েছি। তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। সংসদ এঁদের প্রত্যেকের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত আত্মীয় পরিজনকে জানায় আন্তরিক সমবেদনা।

শ্রী হীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী ঃ ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে জন্ম। ১৯৫৫-৫৭তে বিদ্যামন্দিরে I.Sc. কোর্সের ছাত্র ছিলেন। জার্মানীতে ফার্মাকোলজি পড়তে যান। অতঃপর পৈতৃক হোমিওপ্যাথি ব্যবসায় জড়িত হয়ে পড়েন। ৫ জুলাই ২০০৮-এ জীবনাবসান হল এই প্রাক্তনীর।

শ্রী রমেশচন্দ্র বিশ্বাস ঃ ১৯৩৫-এ জন্ম। ১৯৪৭-৪৯-এ বিদ্যামন্দিরে I.Sc. কোর্সের ছাত্র ছিলেন। Botany-তে M.Sc. করে Botanical Survey of India-তে যোগ দেন। একসময় প্রাক্তনীসংসদের কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। ২৪ আগস্ট ২০০৮-এ তাঁর জীবনাবসান হয়েছে।

শ্রী সরোজ করপুরকায়স্থ ঃ ১৯৩৮-এর এপ্রিলে জন্ম। ১৯৫৫-৫৭ শিক্ষাবর্ষে বিদ্যামন্দিরে I.Sc.কোর্সে পড়াশুনা করেন। ১৯৬৬-র জুলাই মাসে লন্ডনে British Telecom-এ চাকরী নেন। অবসর গ্রহণের পরেও কাউন্সেলিং-এ যুক্ত ছিলেন। বিগত ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে এই প্রাক্তনীর দেহান্ত হয় লন্ডনে।

ডাঃ তারাপদ কুণ্ডু ঃ জন্ম ১৯৩৫-এ। ১৯৫০-৫২ শিক্ষাবর্ষে বিদ্যামন্দিরে I.Sc. কোর্সের ছাত্র ছিলেন। কর্মজীবনে National Medical College-এ চিকিৎসক-অধ্যাপক ছিলেন। বিগত ১০ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে জীবনাবসান হয়।

—তুহিন গাঙ্গুলি (১৯৫৫-৫৭)

প্রাক্তনী সংসদ সমাচার

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্। সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।"

"বৃহত্তম জগতের কল্যাণার্থ নিজের ক্ষুদ্রস্বার্থ যে বিসর্জন দিতে পারে, সমগ্র জগৎ তার আপনার হইয়া যায়।"

স্বামীজীর এই বাণী অনুসরণ করে আমরা, বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন ছাত্ররা, যারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত তারা যদি সৎ উদ্যোগে নিজের পরিবারের বাইরে সমাজের জন্য সামান্যতম কল্যাণের চিন্তা করি, তাহলে সামগ্রিকভাবে তার বিশাল ফল পাওয়া যাবে। বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদ প্রাক্তনীদের মাধ্যমে সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে বিদ্যামন্দিরে ও বিদ্যামন্দিরের বাইরে সেই কর্ম প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে।

সাঁপুইপাড়া স্বাস্থ্য প্রকল্প ঃ এই প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশ কিছুদিন যাবৎ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গত একবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাক্তনী সংসদের কার্যনির্বাহী সমিতি গত ১লা নভেম্বর, ২০০৮ থেকে প্রকল্পটি বন্ধ করে দিয়েছে। এর পরিবর্তে বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতালের দুঃস্থ মানুষদের চিকিৎসার জন্য আংশিক আর্থিক সাহায্যদানের পরিকল্পনা নিয়েছে। এছাড়া বিদ্যামন্দিরের বর্তমান ছাত্রদের চিকিৎসার জন্য সপ্তাহে একদিন সাঁপুইপাড়া স্বাস্থ্য প্রকল্পে নিযুক্ত ডাক্তারবাবুকে বিদ্যামন্দিরে বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বিবেকানন্দ সম্মেলন ঃ ২০০৮-২০০৯ বর্ষের বিবেকানন্দ সম্মেলনের আঞ্চলিক ও জেলাস্তরে আন্তঃ বিদ্যালয় সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। ১১ই জানুয়ারী ২০০৯ তারিখে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম তমলুকে পুরস্কার বিতরণী সভা, যুব সম্মেলন ও শিক্ষক সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে। এইবারের বিবেকানন্দ সম্মেলনে প্রাক্তনী সংসদের পক্ষ থেকে বিদ্যামন্দিরকে ইতিমধ্যে ১০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। এই বৎসর রাজ্য ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তর থেকে আর্থিক অনুদান পাওয়া গিয়েছে। এবারের সম্মেলনে প্রাক্তনীরা বেশী সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেছেন। আমরা চাই বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে প্রাক্তনীসংসদও বিবেকানন্দ সম্মেলনে আরও বেশী করে আর্থিক দায়িত্ব নেওয়ার সামর্থ্য অর্জন করুক।

রাণী রাসমণি স্মারক বক্তৃতা ঃ গত ১৫ই আগষ্ট, ২০০৮ তারিখে বিদ্যামন্দিরের বিবেকানন্দ সভাগৃহে এই স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের বক্তা ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণমন্দির, বেলুড় মঠ-এর অধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্বসারানন্দজী মহারাজ। তার বক্তৃতার বিষয় ছিল—শ্রীশ্রীমা ও গৌরীমা। তিনি এই বিষয়ে একটি তথ্যসমৃদ্ধ চমৎকার বক্তৃতা পরিবেশন করেন।

বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ বিদ্যামন্দিরের বিবেকানন্দ হলে গত ১৫ই আগষ্ট, ২০০৮ তারিখে প্রাক্তনী সংসদের একবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর মহাশয়। সংসদ সম্পাদক শ্রী মনোজ কুমার ভট্টাচার্য্য ২০০৭-০৮ অর্থবর্ষের সংসদের কর্মকান্ডের একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। কোষাধ্যক্ষ শ্রীশুভজিৎ দত্ত ঐ অর্থবর্ষের সংসদের পরীক্ষিত আয়ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। সভায় উভয় বিষয় দুইটিই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এরপর ১৯৬৮-৭১ বর্ষের প্রাক্তন ছাত্রদের সংসদকে ছাত্রবৃত্তি প্রকল্পে ৩ লক্ষ ৭০১ টাকা প্রদান করার জন্য সভা বিশেষ প্রশংসা করে। এছাড়া সংসদ সম্পাদক জানান ২০০৭-০৮ অর্থবর্ষ শেষ হওয়া পর্যন্ত সংসদের সদস্যসংখ্যা ছিল ১৪৭৩ জন।

এরপর প্রাক্তনী তুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "আচার্য ঋণ স্বীকার" প্রকল্পে বিগত বৎসরের মত এবারেও আর্থিক অনুদান অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী ত্যাগরূপানন্দজীর হাতে তুলে দেন।

পরে সাঁপুইপাড়া স্বাস্থ্য প্রকল্পের বর্তমান খারাপ অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয় এবং সভা এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কার্যনির্বাহী সমিতির উপর দায়িত্ব অর্পণ করে। এরপর অন্যতম প্রাক্তনী শ্রীবিশ্বনাথ গরাই (১৯৭০-৭৩)-কে ২০০৭ সালের বীরেন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য সভার পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় ও সংসদ সভাপতি শ্রীসচ্চিদানন্দ ধর তাঁর হাতে উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন। এছাড়া অন্যান্য সদস্যরা সংসদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

স্বামী তেজসানন্দ স্মারক বক্তৃতা ঃ গত ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০০৮ তারিখে বিবেকানন্দ সভাগৃহে আয়োজিত এই বক্তৃতায় এবারে বক্তা ছিলেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্ময় গুহ। বক্তৃতার বিষয় ছিল—"রম্যাঁ রল্যাঁ ও ভারতবর্ষ ঃ বিস্মৃত এক সংলাপ"। অধ্যাপক শ্রীগুহের তথ্যসমৃদ্ধ সুন্দর বক্তৃতায় সভা সন্তোষ প্রকাশ করে। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী গিরিশানন্দজী মহারাজ। প্রাক্তনী সংসদ সম্পাদক শ্রীমনোজকুমার ভট্টাচার্য্য সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন এবং বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী মহারাজ উপস্থিত সদস্যদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ছাত্রবৃত্তি প্রকল্প ঃ গত ৬ই ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে ১৯৬৮-৭১ বর্ষের প্রাক্তনীরা গত বছরের মতো এবছরেও বিদ্যামন্দিরে একত্রিত হয়েছিলেন এবং ছাত্রবৃত্তি প্রকল্পে এবারেও অনুদান সংগ্রহের জন্য আলোচনা করেছেন। এছাড়া জুলাই, ২০০৮-এর পর থেকে এখনও পর্যন্ত যারা এই প্রকল্পে ও অন্যান্য তহবিলে অর্থ দিয়েছেন তাঁরা হলেন—আনন্দমোহন চক্রবর্ত্তী-ছাত্রবৃত্তি প্রকল্পে ২০,০০০ টাকা ও প্রাক্তনীবার্তা তহবিলে ২২,৪৭০ টাকা, সুব্রত গাঙ্গুলী-২২,০০০ টাকা (প্রাক্তনীবার্তা তহবিল), ধীমান গাঙ্গুলী-১০,০০০ টাকা (প্রাক্তনীবার্তা তহবিল), অজয় কুমার মুখার্জ্জী-৫,০০০ টাকা (ছাত্রবৃত্তি প্রকল্প), দেবকুমার ঘোষ-২,০০০ টাকা (ছাত্রবৃত্তি প্রকল্প), সত্যব্রত পাল-৮,০০০ টাকা (স্বাস্থ্য প্রকল্প), অপ্রতিম মাইতি-১,০০৫ টাকা (ছাত্রবৃত্তি প্রকল্প), সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়-১,০০০ টাকা (ছাত্রবৃত্তি প্রকল্প), নিত্যানন্দ দাস-৫০০ টাকা (প্রাক্তনীবার্তা তহবিল), ২০০২-০৫ বর্ষের প্রাক্তনীরা-১৫,০০০ টাকা (ছাত্রবৃত্তি সাধারণ তহবিল), শুভজিৎ দত্ত-২,৫০০ টাকা (ছাত্রবৃত্তি সাধারণ তহবিল), রামকৃষ্ণ ব্যানার্জ্জী-৬২৫ টাকা (ছাত্রবৃত্তি প্রকল্প), নীলকান্ত রায়-৫,০০০ টাকা ('Graduate, of 68-71' ছাত্রবৃত্তি তহবিল), সুমিত শীল-১০০১ টাকা (ছাত্রবৃত্তি প্রকল্প), সুবীর মুখার্জ্জী-১০,০০০ টাকা (ছাত্রবৃত্তি প্রকল্প), শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্ত্তী (প্রয়াত প্রাক্তনী বীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী)-৪,০০০ টাকা (সাধারণ তহবিল), ডাঃ রতনকুমার দাস-১,০০০ টাকা (সাধারণ তহবিল), ডঃ চন্দ্রকান্ত ঘোষ-৫০০ টাকা (সাধারণ তহবিল), শচীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী-২৬০ টাকা (সাধারণ তহবিল), মৃণালকান্তি কাঞ্জিলাল-৫০০ টাকা (সাধারণ তহবিল), দেবীপ্রসাদ ধর-৫০০ টাকা (বিবেকানন্দ সম্মেলন তহবিল)। দাতাদের প্রত্যেককে সংসদের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

—মনোজকুমার ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক, প্রাক্তনী সংসদ

Vidyamandira News (July-December, 2008)

Foundation Day Celebration : 4th July of this year was a holiday. So the foundation day lecture was organised on 7 July, 2008. The speaker was Swami Shivapradananda, Editor, Udbodhan.

Introduction of Post-Graduate Course in Bengali : It is a matter of great pleasure that the Department of Bengali has started post-graduate teaching from the current academic session. It demands additional appreciation because the Bengali Department has ventured post-graduate teaching within a few years of its introducing honours course. In addition to the regular faculty members, eminent guest lecturers are efficiently conducting the new course.

Students' Achievements : A team of four students of Economics Honours has secured second position in the "Confluence 2008", organised by St. Xavier's College among Economics (H) students of different Colleges on 19.09.08 & 20.09.08 in the 'Paper Presentation' event. Title of their paper was "WTO, Agricultural Subsidy and Development of Rural India under Reform."

Bhratrivaran 2008

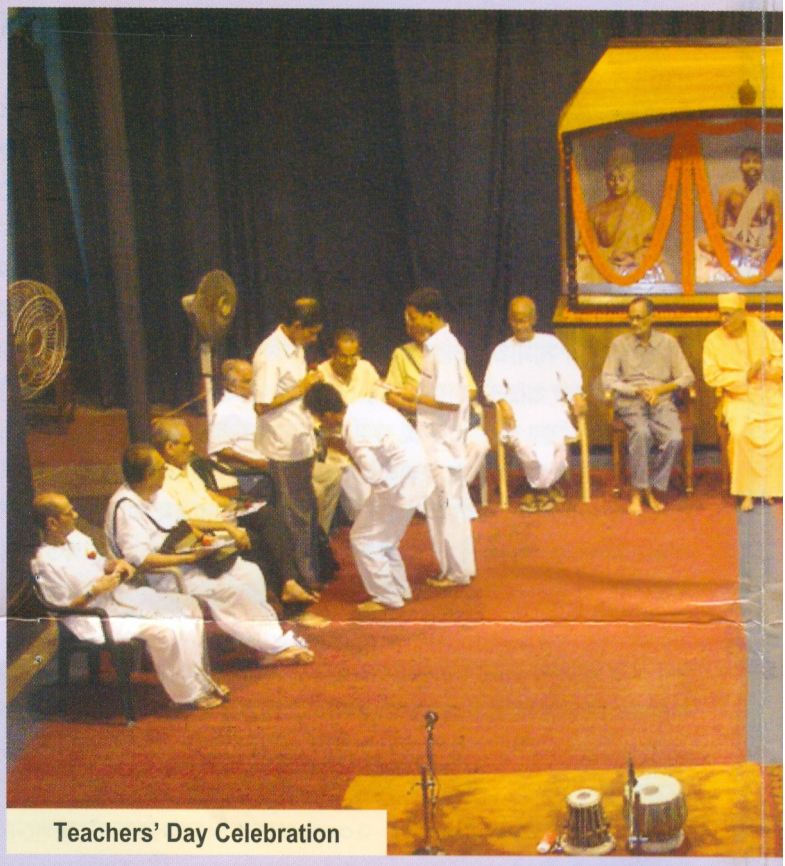

Teachers' Day Celebration

Achievement of Teachers : Prof. Biswanath Chakraborty of the Dept. of Political Science has been awarded Ph.D. on 4.6.08 by the Rabindra Bharati University for his research work on "Peoples' Participation in the Local Governing Institutions : Experience of West Bengal and Nepal." Prof. Syed Shahed Riaj, Dept. of Chemistry, has been awarded Ph.D. for his research work on "Study of Some Aspects of Non-linear Dynamics of Reaction Diffusion System" from Jadavpur University on 17.06.08.

Visit by University Team : An expert team of the Calcutta University visited Vidyamandira on 24.11.08 to consider the application of the College to the U.G.C. for being selected as a college with Potential for Excellence. The team had a detailed discussion with the administrative authority and faculty members to

Prof. Chinmoy Guha delivering Swami Tejasananda Memorial Lecture

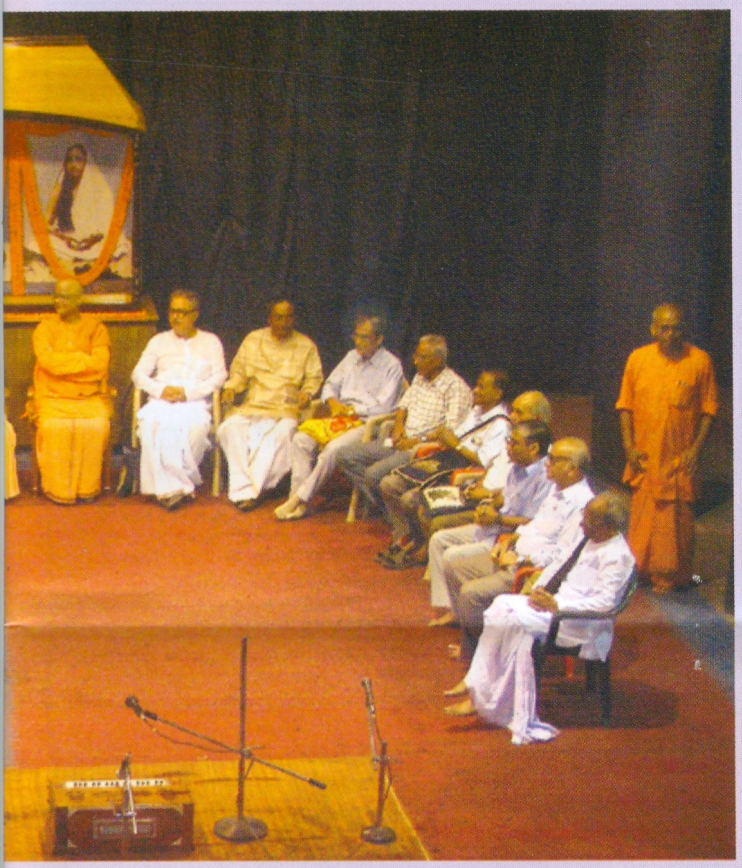

clarify various issues. The University has finally recommended the name of Vidyamandira, along with a few other Colleges to the U.G.C. authorities for the final selection.

Teachers' Day Celebration : For the first time in the recent past, Teachers' Day was celebrated in a humble manner on 5th September 2008. In the second-half of the day an impressive meeting was organised in the Sabhagriha. The ex-teachers and ex-monastic members were invited on the stage and were introduced to the present students. Speakers in various capacity paid their homage to the Vidyamandira and its teachers. It was indeed a re-union of the teachers of the Vidyamandira—past and present.

Retirement : Prof. Rashbehari Sahu retired from active service as a selection grade lecturer of Economics Dept. with effect from 1 July 2008. He joined the college in 1975 and served the college for more than three decades. A farewell meeting was held on 12 July, 2008 at the Vivekananda Sabhagriha.

Swadhinata Pradhan, instrument keeper in the Physics Dept. retired from his service with effect from 1 September, 2008 after completing a continuous association with the college for more than four decades. A farewell meeting was held on 30.08.08 to convey our thanks and gratitude to 'Swadhinda'.

New staff Members : Following teachers have joined the college during the period under review:

Name	Deptt.	Date of Joining
Sri Sekhar Gain	Chemistry	09.07.08
Sri Biman Saha	Computer Science	01.08.08
Sri Prasanta Malik	Mathematics	01.09.08
Sri Santosh Biswas	Mathematics	02.09.08
Sri Apurba Saha	Bengali	15.09.08

Blood Donation : A voluntary blood donation camp was organised in Vidyamandira on 09.11.08 under the auspices of the Haemophilia Society, Calcutta Chapter, Kolkata. More than 100 students donated blood on this occasion.

Farewell Function of Sri Swadhinata Pradhan

Swami Tattvasaranandaji delivering Rani Rasmoni Memorial Lecture

Important Seminar Talks and Special Lectures :

Date	Topics	Speaker
18.07.08	Problem Solving using Computer Programming	Dr. Sudhir Kaichar, Prof. & Director, Computer Centre, JNU, Delhi.
19.07.08	The Flowers of the Himalayas (Slide Show)	Sri Dwijendranath Banerjee, Chief Accountant, UBI, Belurmath.
23.07.08	Educational System in USA	Dr. Mahua Barari Mitra, Prof., Deptt. of Economics, & Dr. Saibal Mitra, Associate Prof., Deptt. of Physics, Missouri State University, USA.
24.07.08	Nanomaterials : Emerging Science and New Techniques	Dr. Saibal Mitra, Missouri State University, USA.
24.07.08	Engineering Thermo-plastics & its Industrial Applications	Dr. Sudhakar Mayur, Technical Director, Global Research Centre, Bangalore.
30.07.08	Global Financial Crisis	Dr. Ramgopal Agarwal, Retired Senior Advisor, World Bank.
05.08.08	Risk, Uncertainty and Portfolio Management	Dr. Deb Ghosh, Formerly attached to Universities in UK at Essex, Sheffield etc.
09.08.08	Bangla Theatre-er Gen	Sri Debjit Bandyopadhyay, Visiting Lecturer, Drama Deptt., R.B.U.
14.08.08	Group Isomorphism	Prof. Mridul Kumar Sen, Formerly of the Deptt. of Pure Mathematics, C.U.
15.08.08	Sri Sri Ma o Gouri Ma (Rasmoni Memorial Lecture)	Swami Tattwasarananda, Principal, R.K. Mission Sikshanamandira, Belur.
27.08.08	Fundamental Theorem of Algebra via Linear Algebra	Prof. S. Kumareshan, Deptt. of Math & Statistics, University of Hyderabad.
01.09.08	Microbe in Human Diseases	Dr. Sujata Bhattacharyya, Associate Professor, Deptt. of Microbiology, R.G.Kar Medical College & Hospital.
08.09.08	Kant on Moral Law	Dr. Gopal Khan, Retired Prof., Burdwan University

আনন্দ সন্ধ্যায় স্বামী তথাগতানন্দজী মহারাজ

বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন অধ্যাপক ও ছাত্রাবাস-অধীক্ষক এবং বর্তমানে নিউইয়র্কে বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী তথাগতানন্দজী (লক্ষ্মীনারায়ণ মহারাজ) গত ২১-এ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সন্ধ্যায় মিলিত হলেন ১৯৫৫-৬১ কালপর্বের কয়েকজন প্রাক্তনীর সঙ্গে। প্রাক্তনী সংসদের অন্যতম সহ-সভাপতি ডঃ বিশ্বনাথ দাসের বালীর বাসভবনে আয়োজিত এই ঘরোয়া জমায়েতে যোগ দেন পনেরো জন প্রাক্তনী, প্রায় সকলেই সপরিবারে। স্মৃতিচারণা, আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ, এদেশ এবং আমেরিকার বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি—এসব নিয়ে সরস আলোচনায় পূজনীয় মহারাজ প্রায় তিনঘন্টা মাতিয়ে রাখেন সকলকে।

ফিরে দেখা

বলা যায়, বিদ্যামন্দিরে প্রবেশের সুবর্ণজয়ন্তী। ২১-এ ডিসেম্বর ২০০৮-এর জমায়েতে কুশীলব ১৯৫৮-৬০ ব্যাচের ২৮জন ছাত্র, সঙ্গে পরের ব্যাচের (১৯৫৯-৬০) আরও ১৫জন। বেশিরভাগই সপরিবারে—সব মিলিয়ে কয়েকজন প্রবাসী সমেত ৭৮ জন। অমলেন্দু দত্তগুপ্ত, স্বরূপ দত্ত আর শ্রাবণী দে'র উদ্যোগে প্রথম জনের ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক সংলগ্ন বাড়ির প্রশস্ত ছাদে সারাদিনের জমাটি আড্ডা—বিদ্যামন্দিরের স্মৃতি রোমন্থন, হৈ-হুল্লোড়, খাওয়া-দাওয়া, ছবি তোলা। আবিস্কৃত হল, পঞ্চাশ বছর সময়টা আদৌ তেমন দীর্ঘ নয়।

প্রাক্তনীর গৌরবময় কৃতিত্ব

বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী (১৯৮৮-৯৩) ডঃ দিবাকর দাস এবছর আমেরিকার মর্যাদাপূর্ণ R & D 100 পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। শিল্পজগত, সরকার এবং পন্ডিত মহলে এই পুরস্কার সর্বোচ্চ উৎকর্ষের নিদর্শন—Chicago Tribune র মতে এটি The Oscars of Inventions. Sinmat Inc (Gainsville, Florida, USA)-এর বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ডঃ দাসের নেতৃত্বে একটি ছোট টিম একটি অভিনব Chemical Mechanical Planerisation Process for Wide Bandgap Semi-conductors উদ্ভাবন করেন। কোম্পানীটির অনুমিত হিসাব, এই উদ্ভাবনের ফলে সংশ্লিষ্ট পণ্যটির উৎপাদন ৫০ শতাংশ বাড়বে, উৎপাদন খরচ কমবে ৩৩ শতাংশ। আমেরিকার R & D Magazine-এর সম্পাদক এবং একটি নিরপেক্ষ বিচারকমন্ডলী এটিকে প্রযুক্তিগতভাবে বছরের একশোটি সেরা উদ্ভাবনের অন্যতম হিসাবে চিহ্নিত করে R & D 100 পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছে। ২২ জুলাই ২০০৮-এ এই পুরস্কার ঘোষণা করা হয় এবং ১৬ অক্টোবর ২০০৮-এ চিকাগোর Navy Pier-এ আয়োজিত R & D 100 Banquet-এ এই পুরস্কার প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই বিরল কৃতিত্ব অর্জনের জন্য ডঃ দাসকে বিদ্যামন্দির এবং এর প্রাক্তনী সংসদের পক্ষ থেকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই।

—**ডঃ বিশ্বনাথ দাস**, সহ-সভাপতি

Date	Topics	Speaker
18.09.08	Large Hadron Callidar : Indian Participation	Dr. Subhasis Chattopadhyay, Sr. Scientific Officer, VECC, Salt Lake.
27.09.08	Astronomy and Astrophysics : Current Perspective and Future Challenges	Dr. Debiprasad Duary, Director, M.P. Birla Institute of Fundamental Research.
06.11.08	When is a knot to be Unknot	Prof. V.S. Sunder, Institute of Mathematical Science, Chennai.
18.11.08	Continuous Function and its applications	Prof. Jiling Cao, School of Mathematics and Computer Science, Auckland University of Technology, New Zealand.
17.12.08	Bhramanshilpi Buddhadeb	Smt. Ketaki Kushari Dyson, Renowned litterateur.
20.12.08	UGC XI plan Guidelines for Colleges	Dr. Ratnabali Banerjee, Jt. Secretary, Eastern Regional Office, U.G.C.

1. B.A. / B.Sc. Part III Honours Examination, 2008 (Published on 22 July, 2008)

Subject	First Class (60% & above)	Second Class (Below 60% but not less than 50%)	Second Class (Below 50% but not less than 40%)	Failed/ RW/ Dropped	Total Appeared	C. U. Ranks (Within first 20)
Physics	23	5	-	-	28	10, 15, 18 (Jt.), 19 (Jt.)
Chemistry	27	-	-	-	27	3, 5, 9, 13 (Jt.) 18 (Jt.), 19, 20
Mathematics	11	7	-	-	18	1, 2, 3, 4(Jt.), 5, 8, 11(Jt.), 13(Jt.) 18
Economics	12	8	1	-	21	10
Political Science	-	9	-	-	9	7, 13(Jt.)
History	1	8	1	-	10	5, 16(Jt.), 19
Philosophy	3	6	1	-	10	1, 20(Jt.)
Sanskrit	10	2	-	-	12	2, 4, 5, 10(Jt.)
English	-	6	3	-	9	-
Bengali	-	17	-	-	17	14(Jt.)
Industrial Chemistry	10	-	-	-	10	
Computer Applications	6	4	-	-	10	
Total	**103**	**72**	**6**		**181**	

2. B.A. / B.Sc. Part II Honours Examination, 2008 (Published on 19 Nov. 2008)

First Class (60% & above) in Pt-I & II put together)	Second Class (Below 60% but not less than 50% in Pt-I & II)	Second Class (Below 50% but not less than 40% in Pt-I & II)	Failed/ RW/ Dropped	Total Appeared
19	6	-	1+1	26
23	6	1	-	30
16	1	3	3	20
3	9	-	-	12
3	7	6	4	16
3	2	-	-	5
-	11	-	-	11
3	4	1	-	8
6	1	-	-	7
-	7	1	-	8
-	13	-	-	13
8	-	-	-	8
8	-	-	-	8
92	**67**	**12**	**8**	**172**

3. B.A. / B.Sc. Part I Honours Examination, 2008 (Published on 19 Nov. 2008)

Subject	First Class (60% & above)	Second Class (Below 60% but not less than 50%)	Second Class (Below 50% but not less than 40%)	Failed/ RW/ Dropped	Total Appeared
Physics	24	1	2	1	28
Chemistry	19	4	1	-	24
Mathematics	11	2	-	-	13
Microbiology	3	6	1	-	10
Economics	4	3	4	2	11
Political Science	1	3	1	-	5
History	1	8	1	-	10
Philosophy	-	3	3	-	6
Sanskrit	7	2	-	-	9
English	4	6	2	1	12
Bengali	2	6	2	1	10
Industrial Chemistry	8	1	1	-	10
Computer Applications	8	2	1	1	11
Total	**91**	**47**	**19**	**6**	**159**

–Prof. Tapan Kumar Ghosh

Vivekananda Sammelan 2008-09 (Purba Medinipur)

In the year 1985, the Government of India declared 12 January as the National Youth Day. It was a formal recognition by the democratically elected government that Swami Vivekananda, born on that day in 1863, is the ideal for the present youth of India. The members of the alumni association of Vidyamandira started the `Vivekananda Sammelan' from the year 1992 to spread the message of the patriot-saint. Boys and girls from different schools from any one of the districts of the state would participate in recitation, story-telling, athletics, yogasana, quiz etc and in the process imbibe the central teachings of the great swami. In course of time the Sammelan was organized in Hooghly, Burdwan, undivided Midnapore, Howrah, Nadia, Murshidabad, South 24 Parganas, North 24 Parganas, Bankura, Birbhum, Coochbehar, Malda, Jalpaiguri and Purulia districts. In this sequel, Purba Medinipur was chosen as the relevant district for this year.

The first meeting for Vivekananda Sammelan (2008-2009) was held at Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission Sevashrama, Tamluk, on 31 August 2009 and was attended by a total of about 70 persons from Vidyamandira, the Alumni Association and different organizations in Purba Medinipur. The general scheme of the Vivekananda Sammelan was laid down as it had crystallized over the years, being held in the other districts of the state. It was agreed upon that the final function would be held on 11 January 2009. It was also decided that the district would be divided into five zones viz. Panskura, Haldia, Tamluk, Contai and Egra for organizing the competitions at the preliminary zonal level. Each zone would have an organizing committee constituting of a maximum of 15 members. For the five respective zones Jagattaran Acharya, Pradip Kr Bhattacharya, Shaktipada Tripathi, Rabindranath Pati and Swapan Pahari were chosen as the convenors.

A second meeting was held at Vidyamandira on 21 September 2008. The modalities of the different competitions viz. Drawing, Recitation, Story-telling, Elocution, Music, Essay-writing, Quiz, Yogasana and Sports were laid down for the representatives from the five zones who joined the meeting. The different zonal representatives reported on the progress made in their respective areas and the number of schools they had contacted in the meantime. Prospective writers for the souvenir to be published on the final day were short-listed. At the end of the meeting the five zonal representatives were handed over brochures and other materials for conducting the programmes in their respective zones.

District Sports Meet, Vivekananda Sammelan, Purba Medinipur

Thereafter the Vivekananda Sammelan activities shifted to the five zonal levels. The dates of the different zonal competitions, the number of schools and number of competitors are shown in the table given below :

Zonal competitions

Sl.	Name of zone	Date of zonal competition	No. of schools	No. of competitors
1.	Panskura	30 Nov 2008	16	217
2.	Haldia	30 Nov 2008	35	565
3.	Tamluk	30 Nov 2008	35	428
4.	Contai	16 Nov 2008	16	299
5.	Egra	7 Dec 2008	31	488

As per rules of the competition, the students securing the first three positions in the zonal competition would be eligible to compete in the District Level. However, in quiz only the best team (of two members) from a zone could compete at the District Level.

The competitions at the District Level were held at Ramakrishna Mission, Tamluk, on 14 December 2008. A large team, comprising monks, students, teachers, ex-students and other judges actively participated in conducting the competitions. It was a sight to see the young boys and girls speak on Swami Vivekananda, taking part in quiz competitions on his life and message and participating in the athletics meet and yogasana competitions.

Thereafter the Prize Distribution for the Sammelan was held on 11 January 2009 at Ramakrishna Mission, Tamluk. It was accompanied by a Youth Convention attended by about 225 young boys and girls, including the prize-winners. Fine performances by the competitors who secured the first places in different cultural competitions followed by a lively question-and-answer secsion marked the first half of the day. A Teachers' Convention on the topic, 'Value-based education in the light of the thoughts of Swami Vivekananda' was held in the second half. This was attended by a total of 83 teachers and officials connected with education in the district of Purba Medinipur. The Teachers' convention was marked with fervour and optimism with different teachers expressing their respect for the teachings of Swami Vivekananda.

The Department of Sports and Youth Services, Government of West Bengal, has provided a grant-in-aid of Rs 1,50,000 for organizing this Sammelan in Purba Medinipur on the occasion of National Youth Day, 2008-09.

–**Swami Tyagarupananda**, Principal (Offg.), Ramakrishna Mission Vidyamandira

প্রাক্তনীবার্তা উপসমিতি ও সম্পাদকমন্ডলী

আহ্বায়ক ও প্রধান সম্পাদক ঃ অধ্যাপক নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু

সদস্যবৃন্দ ঃ ডঃ বিশ্বনাথ দাস, অধ্যাপক তপন কুমার ঘোষ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ

প্রাক্তনীবার্তা প্রকাশনায় আর্থিক সহায়তা ঃ ডঃ সুব্রত গাঙ্গুলি (প্রাক্তনী), ডাঃ ধীমান গাঙ্গুলি (প্রাক্তনী)

BOOK POST

PRINTED MATTER

If undelivered, please return to :
Ramakrishna Mission Vidyamandira Alumni Association, P.O. : Belur Math, Howrah, West Bengal 711 202
E-mail : alumnividyamandira@gmail.com

Published by Sri Manoj Kumar Bhattacherjee, Secretary, Ramakrishna Mission Vidyamandira Alumni Association
Printed at Soumen Traders Syndicate, Bally, Howrah, Phone : 2654-3536